KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

জাতীয়তাবাদ ও রঙ্গমঞ্চঃ অভিনেত্রীদের স্বদেশচেতনা (১৮৭৫ খ্রি.- ১৯০৫ খ্রি.)

পায়েল দেশমুখ
গবেষক ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ

উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি জগতেরও পালাবদলের সূচনা হয়। বাংলা থিয়েটারও তাঁর ব্যাতিক্রম নয়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশানাল থিয়েটার। ন্যাশানাল থিয়েটারের হাত ধরেই বাংলায় পেশাদার থিয়েটারেরও সূচনা হয়েছিল। পূর্বে রঙ্গালয়ে স্ত্রী চরিত্রে পুরুষরা অভিনয় করতেন। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে স্ত্রী চরিত্রে মহিলারাই অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। উল্লেখ্য এই মহিলারা মূলত আসতেন বারঙ্গনাপল্লী থেকে। জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা সংস্কৃতির অঙ্গনে 'থিয়েটার'-এর ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করেছিল বাবু থেকে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের হাত ধরে। বাংলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব পড়তে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন উপেন্দ্রনাথ দাস। উপেন্দ্রনাথ ডিরেক্টর হওয়ার পর থেকেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয়ের দিকে ঝোঁক পড়ে। এই সময় বাংলা থিয়েটারের দেশপ্রেম প্রচারের সবচেয়ে বড়ো কুশীলব হয়ে উঠেছিলেন জগত্তারিনি, এলোকেশী, সুকুমারী, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমনি-র মতো অভিনেত্রীরা। এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল, উনিশ শতকে বাংলায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশে বঙ্গ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের ভূমিকা কিরূপ ছিল তা বিশ্লেষণ করা।

সূচক শব্দ : বাংলা থিয়েটার, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, বেঙ্গল থিয়েটার, বারাঙ্গনা, স্বদেশি, অভিনেত্রী, গঠনমূলক জাতীয়তাবাদ, ভক্তি রস।

নাটক হল মানুষের জীবনচিন্তার প্রতিচ্ছবি। সমাজে নিত্য ঘটে চলা নানা ঘটনা, জীবনসংগ্রাম ও মানুষের আবেগ-এই তিনের সংমিশ্রনে তৈরি হয় নাটক। সুতরাং এই 'দৃশ্য কাব্য'-এর সঙ্গে আমাদের মনের আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বাংলা নাটকও এর ব্যাতিক্রম নয়। উনিশ শতকের সূচনায় বাঙালির জীবন চেতনায় পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। এই পরিবর্তনের প্রধান কাণ্ডারী ছিল নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এঁদেরই চিন্তায় ও কর্মানুভাবনাতে রাষ্ট্রচিন্তা, স্বজাতি প্রীতি ও স্বজাত্যাভিমান প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এঁরা একদিকে যেমন শিক্ষা সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় আলোচনা, সংবাদপত্র পরিচালনা, সমাজ ও ধর্মচিন্তার সংস্কার সাধন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে সর্ববিষয়ে আত্মসচেতন ও মুক্তিকামী করে তুলেছিল, তেমনি অপরদিকে জাতি-হিতৈষণা বৃত্তির ব্যাপ্তিতেই প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন নাট্যশালার এবং বাংলা নাটকের।[1] ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দের 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে লেখা হল, "এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপন হইয়াছে। কিন্তু, তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারন স্থান নেই।...সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্মাধ্যক্ষের

অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যাক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে।[2] এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। উল্লেখ্য ন্যাশানাল থিয়েটারের হাত ধরেই বাংলায় পেশাদার থিয়েটারেরও সূচনা হয়েছিল। এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল, উনিশ শতকে বাংলায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশে বঙ্গ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের ভূমিকা কিরূপ ছিল তা বিশ্লেষণ করা।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। এর একবছর পর অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও সম্মানীয় ব্যাক্তি আশুতোষদেব (সাতুবাবু) মহাশয়ের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেঙ্গলথিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করার সময় শরৎচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতিবিশিষ্ট ব্যাক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় মাইকেল মধুসুদনের প্রস্তাব অনুযায়ী সাধারন রঙ্গালয়ে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অভিনেত্রী নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাইকেল মধুসূদন বলেন, স্ত্রী চরিত্র পুরুষদের দ্বারা অভিনয় করালে কখনই তা স্বাভাবিক অভিনয় হতে পারে না। শরৎচন্দ্র, মাইকেলের এই বক্তব্যর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।কিন্তু, এর ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয় রঙ্গালয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। যাইহোক, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলথিয়েটার'-এ নারী চরিত্র নারীদের দিয়ে অভিনয় করানোর জন্য বারঙ্গনা পল্লী থেকে চারজন অভিনেত্রী সংগ্রহ করেন। বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রথম চারজন অভিনেত্রী হলেন- গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিনী এবং শ্যামা।[3] ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে 'বেঙ্গল থিয়েটার'এর যাত্রা শুরু হল।

জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা সংস্কৃতির অঙ্গনে 'থিয়েটার'-এর ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করেছিল বাবু থেকে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের হাত ধরে। বাংলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব পড়তে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন উপেন্দ্রনাথ দাস। উপেন্দ্রনাথ ডিরেক্টর হওয়ার পর থেকেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয়ের দিকে ঝোঁক পড়ে। মূলত তাঁর সময়েই থিয়েটার হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জাতীয় পরিসর (স্পেস)।উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ), 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ), 'সরোজিনী' (১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের প্রচার চলছিল।[4] এই সময় বাংলা থিয়েটারের দেশপ্রেম প্রচারের সবচেয়ে বড়ো কুশীলব হয়ে উঠেছিলেন জগত্তারিনি, এলোকেশী, সুকুমারী, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমনি-র মতো অভিনেত্রীরা। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পর্বে 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)-নাটকে ঐলবিলা চরিত্রে গোলাপসুন্দরী অভিনয় করেন।[5] এই নাটক স্বদেশপ্রেমে দর্শক হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার যখন উত্তর ভারতে অভিনয়ের জন্য যায়, তখন 'নীলদর্পন' বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু রোগসাহেবের অত্যাচারের দৃশ্যে এমন গোলমাল শুরু হয় যে, অভিনেত্রীদের সরিয়ে দিতে হয় এবং অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়।[6] উল্লেখ্য বিদেশি বণিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রথম চিত্রটি সর্বাগ্রে দীনবন্ধু মিত্রের আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে 'নীলদর্পণ' নাটকেই রূপায়িত হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে দিয়েই বাঙালির স্বাধিকার বোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রটির সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটেছিল। আবার উপেন্দ্রনাথ দাসের রচিত 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'সরোজিনী' নাটকে সরোজিনী চরিত্রও দর্শক মনে দারুন প্রতিক্রিয়া তৈরি করে ছিল। 'সরোজিনী' র রচিতারোহণের দৃশ্যে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "এইমুর্হুতে দর্শক চরম উত্তেজনায় মঞ্চে ঝাঁপ দিয়ে উঠত, সরোজিনীকে বাঁচানোর তাগিদে। এমনকি এদের মধ্যে কেউ কেউ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ত"।[7] ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' নাটক অভিনীত হয়। ব্যাঙ্গ, বিদ্রূপ সহ্য করে উপেন্দ্রনাথ 'সুকুমারী' চরিত্রটি গোলাপসুন্দরীকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে ছিলেন। 'শরৎ সরোজিনী' নাটকে সরোজিনীর ওপর গোরা-র উৎপীড়ন দেখানো হয়েছে। শরৎ তাকে উদ্ধার করছে যেমন দেখানো হচ্ছে, ঠিক

তেমনই সরোজিনী' ইংরেজ রাক্ষসের হাত থেকে'শরৎ-কে বাঁচাতে আরেকজন গোরাকে গুলিক রেমারছে, এটিও প্রদর্শন করা হচ্ছে।[8] ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে রচিত নাটকে অভিনয় করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় ব্যাপার। বাঙালির মনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিল এই নাটকগুলি। ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সেদিন এই শ্রেনির নাটকগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। মনে রাখতে হবে এই সময় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিও কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করার আগে দুবার ভাবত। এমনকি নাটকের এই বৈপ্লবিক অংশটি মাথায় রেখে নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস 'দুর্গাদাস দাস' ছদ্মনামটি ব্যবহার করেছিলেন।[9] সুতরাং একথা বলাই যায়, বঙ্গ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা সেদিন যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

১৮৭৬ সালে জানুয়ারি মাসে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস-র কলকাতা আগমন ও জনৈক রাজভক্ত প্রজা জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির অন্দরমহলে তাঁর প্রবেশ-এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজ তোলপাড় হয়ে ওঠে। এই বিষয়ের অপর নির্ভর করে ১৮৭৬ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি উপেন্দ্রনাথ 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' বলে একটি প্রহসন অভিনীত করান। এই কৌতুক নকশাটিকে কেন্দ্র করে সরকারি মহলে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ফেব্রুরারি, বড়োলাট লর্ড নর্থব্রুক নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারি করেন।[10] ৪ ঠা মার্চ, নাটক চলাকালীন অমৃতলাল বসু, উপেন্দ্রনাথ দাশ সহ দশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার চলার সময়েও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ হয় নি। ১১ ই মার্চ অভিযুক্ত অভিনেতাদের সাহায্য কল্পে 'সরোজিনী' অভিনয় করা হয়। পুলিশ বিভাগের উষ্মা উপেক্ষা করে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন সুকুমারী দত্ত। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় 'সরোজিনী' নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে জানানো হয়, এই অভিনয় আয়োজন করা হয়েছে আইনের অন্যায়ের শিকার দেশ ভক্ত অভিনেতাদের সাহায্যার্থে। 'সরোজিনী' চরিত্রে অভিনয় করবেন শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত।[11] কিন্তু, এই বছরই অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রন আইন জারি করল। ঘোষণা করা হল, এই আইনের বলে শাস্তি যোগ্য হবে সব পাবলিক থিয়েটার বা সাধারন রঙ্গালয়। তাঁর সঙ্গে যেকোন ভাবে যুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী, নির্দেশক, মঞ্চাধ্যক্ষ, থিয়েটারের মালিক এবং নাট্যভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যাক্তির কৈফিয়ৎ তলব করা হবে; বিধিলঙ্ঘিত প্রমানিত হলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার, জরিমানা, জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল এই আইনে। শুধু তাই নয়, বিধিবহির্ভূত নাটকের অভিনয় হলে পুলিশ সেখানে ঢুকে গ্রেপ্তার এবং সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। এমনকি ঘোষণা করা হয়েছিল, শাস্তি যোগ্য নাটকের অভিনয় সময়কালীন উপস্থিত দর্শকেরাও অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন।[12] ফলে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার সাধারন রঙ্গালয় উগ্র জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেললো। সমসাময়িক রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে থিয়েটার হয়তো সঞ্জীবিত হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছিল। কিন্তু থিয়েটারের নির্দেশক, মালিক, নাট্যকার এমনকি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ঔপনিবেশিকতা, রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও গভীর কোনো অনুধ্যান বা লক্ষ্য ছিল না। সেজন্য প্রতিক্রিয়া স্থায়ী রূপ পায়নি।[13]

উনবিংশ শতকের শেষের দিক, বাংলা তখন হিন্দুত্বের জাগরনে উত্তাল। বাঙালি মধ্যবিত্ত নিজেদের অতীত অন্বেষণের মধ্য দিয়ে, নিজেদের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের নেশায় বুঁদ হয়েছিল। এই হিন্দু জাগরণের দোসর হয়ে উঠল বাংলা থিয়েটার। অবশ্য ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রন আইন বাংলা পেশাদার থিয়েটারকে যে ধাক্কা দিয়েছিল, তার পরে থিয়েটারের পক্ষে শাসক বিরোধী বীরত্ব পরিবেশন সম্ভব ছিল না। যাইহোক, একদা যে রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীরা কুলোটা, অসৎ চরিত্র এবং যাদের নিয়ে নানাবিধ কটুবাক্য বর্ষণ করা হত, সেই রঙ্গমঞ্চেই 'আদর্শমহিলা' চরিত্র নির্মাণে প্রধান সহায় হয়ে উঠেলেন এই পতিতা নারীরা। এদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 'রোম্যান্টিসাইজ' করা হতে থাকে মহিলা চরিত্র গুলিকে। আসলে এই পর্বে, বাংলা থিয়েটার যে জাতীয়তাবাদ

প্রচার করেছিল, তা ছিল গঠনমূলক জাতীয়তাবাদ (Constructive Nationalism)। এখানে ভাঙার থেকে গড়ার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।[14] এই নির্মাণে সব থেকে বেশি সহায়ক হয়েছিল ভক্তি রস। বাংলা থিয়েটারের ভক্তিকেন্দ্রিক এই জাতীয়তাবাদের প্রধান কাণ্ডারি হয়ে উঠেছিলেন গিরিশচন্দ্র। পৌরাণিক কাহিনী ও বীরগাঁথাগুলি যে এই সময় বাঙালিকে উচ্ছ্বাসিত করে তুলবে, তা গিরিশচন্দ্রের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তিনিও তো ছিলেন সময়েরই ফসল। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে অভিনীত হল 'রাবনবধ' নাটকটি। 'রাবনবধ'-এর সাফল্য এবং দর্শক প্রতিক্রিয়াই পরবর্তী প্রায় দুই দশকের বাংলা থিয়েটারের গতিপথ নির্মাণ করে দিয়েছিল। 'রাবনবধ' অভিনয় হবার পরই একে একে অভিনীত হতে থাকে 'সীতার বনবাস' (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ), 'সীতা হরন' (১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ) ও 'দক্ষযজ্ঞ' (১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)-এর মতো পৌরাণিক নাটকগুলি।[15] আদর্শ হিন্দু রমণীর মধ্যে যে স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও সন্তান স্নেহর মিশ্রন থাকবে এবং নিজের কথা ভাবার আগে সে যে সব সময় সংসার ও ধর্মের কথা স্মরন করবে, তাঁর প্রকৃত নিদর্শন ছিল এই নাটকগুলি। 'সীতার বনবাস' নাটকে সীতা চরিত্রে কাদম্বিনী-র সমালোচনা লিখতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকাতে লিখলেন, 'সীতার শেষ প্রার্থনাটি অতিমনোরম হইয়াছে। যখন পৃথিবীতে জীবনের কোনও বন্ধন নাই, অথচ জীবন রক্ষা কর্তব্য, তখন দেবতার কাছে এই প্রার্থনা, সন্তান বাৎসল্য ভিক্ষা করা-অতিসুন্দর হইয়াছে'।[16] আবার আমরা দেখি, 'দক্ষযজ্ঞ'-এ দক্ষ পত্নীর মধ্যে স্ত্রী সত্তা ও মাতৃ সত্তার দ্বন্দ্ব, যা নিঃসন্দেহে দর্শক মন উদ্বেলি তকরত। ১৮৮৪ সালে স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'চৈতন্যলীলা' বঙ্গ রঙ্গালয়ের সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টি কারী নাটক হিসাবে গন্য হয়ে থাকে। চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর ভাবতন্ময় নৃত্য ও গীত দর্শকদের আকুল করে তুলতো। মঞ্চের সংকীর্তন কখনো কখনো সমগ্র প্রেক্ষাগৃহের সঙ্কীর্তনে পরিনত হত। এ নাটক দেখে শ্রী রামকৃষ্ণ মন্তব্য করে ছিলেন, "আসল নকল এক দেখলাম"। অমৃতলাল বসু, হিন্দু সমাজের উদ্বেলিত অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "বখাটে নটও অখাঁটি নটি বৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্ম প্রচার হইল।ছিঃ ছিঃ! একথা মনে আসিলেও স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহাপাপ আছে! কিন্তু কেজানে কেমন, তারিখে একটু গোলমাল করে, মনেহয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে 'জঘন্য' বেদীতে শ্রী কৃষ্ণ মহিমা কীর্তন করিতে শুনিয়াই ধর্ম বিপ্লব কারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত হইলেন, আর ধর্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও নবদ্বীপ চন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লিতে-পল্লিতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্য চরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালি সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল"।[17] ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হল 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটি। এই নাটকে দেখানো হচ্ছে, স্বামীর আদেশ মেনে স্ত্রী পর পুরুষের শয্যা সঙ্গিনী হতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। কেননা স্বামী তাঁর কাছে ভগবানের ন্যায়। 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে চিন্তামনি চরিত্রে বিনোদিনী অসাধারন অভিনয় করেন। আবার 'হারানিধি' নাটকে (১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) দেখানো হয়, হরিশের (নাটকের প্রধান চরিত্র) জীবনে যখন দুর্ভাগ্য নেমে আসছে, তখন তাঁর স্ত্রী হৈমবতী (হৈমবতির চরিত্রে জগত্তারিনি অসাধারন অভিনয় করে ছিলেন) ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে, স্বামীর বিপদের দিনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।[18] এই সমস্ত নাটকেই কখনো বিনা প্রতিবাদে স্বামীর আদেশ মেনে, কখনোবা বিপদের দিনে স্বামীর পাশে থেকে হিন্দু বাঙালি রমণীকে 'সুগৃহিণী' হবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আর তাদের সামনে আদর্শ হিসাবে যে চরিত্র গুলি তুলে ধরা হচ্ছে, সেই চরিত্র গুলি চরিত্রায়ন করেন তৎকালীন বারাঙ্গনা পল্লী থেকে আসা অভিনেত্রীরা।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে, ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা চরম আকার ধারন করে। বাংলা রঙ্গমঞ্চও এই জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে 'পৃথ্বীরাজ' নাটকটি অভিনীত হয়। মোহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমন আর পৃথ্বীরাজের সংগ্রাম-যেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ভারতের সংগ্রামের কাহিনি হয়ে উঠল।[19] যমুনা চরিত্রে হরিসুন্দরি

যেন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে মূর্ত করে তুললেন। ১৬-ই অক্টোবর ছিল কার্জনের ঘোষিত বঙ্গভঙ্গ। সেই দিনই গ্র্যান্ডে অভিনীত হল 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ'। শান্তির ভূমিকায় ব্ল্যাকির অভিনয় সেদিন ক্ষুব্ধ বাঙালির হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ হয়েছিল।[20] বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে ৬ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা ও স্টারের অভিনেত্রীরা অশৌচ পালন করেছিলেন ও অভিনয় বন্ধ রেখে ছিলেন।[21]

এরই পাশাপাশি আমরা দেখি, একের পর এক প্রহসন অভিনীত হয়ে চলছিল, 'আধুনিক ভদ্রমহিলা'-দের ব্যাঙ্গ করে। প্রহসনগুলি অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেত্রীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছিলেন। আসলে, বিংশ শতকের শুরুতে আধুনিকা ভদ্রমহিলার বিপরীতে 'গৃহলক্ষ্মী'-র যে চিত্র জাতীয়তাবাদী হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে চাইলো, সেখানে বাংলা থিয়েটারের ভূমিকা অনস্বীকার্য ছিল। এটা ঠিক যে, এই নাটক, প্রহসন গুলি সমস্তই লেখা হচ্ছিল পুরুষ নাট্যকারদের দ্বারা এবং দর্শক চাহিদার কথা মাথায় রেখে। অভিনেত্রীরা এগুলি অভিনয় করতেও বাধ্য হতেন, কেননা অভিনয়ই ছিল তাদের রুটি-রুজি। কিন্তু তাদের সাফল্য এখানেই, যে সমাজ তাদের মঞ্চাভিনয়কে কটাক্ষ করেছিল, সেই সমাজই তাঁর কাঙ্খিত 'আদর্শ নারী' ও 'আদর্শ সমাজ' গড়ে তোলার জন্য এই অভিনেত্রীদের অভিনয় করা চরিত্র গুলিকেই আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে লাগলেন। এমনকি জাতয়তাবাদের প্রসারেও তাঁদের ব্যবহার করা হতে লাগল। কিন্তু কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের অবদানের কথা ভুলে যেতে আমাদের খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। বাংলা থিয়েটারে 'স্বদেশিকতা', 'জাতীয়তাবাদ' নিয়ে আলোচনা করা হলেও, বাংলায় স্বদেশিকতা, জাতীয়তাবাদের প্রসারে রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের ভূমিকা অনুচ্চারিতই রয়ে গেছে। আশা করি আমার এই প্রবন্ধ কিছুটা হলেও সেই বিস্মৃতির অন্ধকারে আলো ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক মানুষকে এই বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

তথ্যসুত্র

[1] প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব ১৮০০-১৯১৪' (কলকাতা সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৮) পৃষ্ঠা১-২।

[2] সমাচার চন্দ্রিকা (১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দ) দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (কলকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৩) পৃষ্ঠা৭-৮।

[3] দেবনারায়ান গুপ্ত' ,বাংলার নটনটী,'(প্রথমখণ্ড) , কলকাতা সাহিত্যলোক, ১৯৫৯ (পৃষ্ঠা২২।

[4] মলয় রক্ষিত, বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস (কলকাতা আনান্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭ (পৃষ্ঠা১৬)।

[5] গুপ্ত' ,বাংলার নটনটী,'(পৃষ্ঠা২৩)

[6] অমিত মৈত্র, 'রঙ্গালয়ে বঙ্গ নটী' (২০০৪,কলকাতা আনান্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২ দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃষ্ঠা৬৯)

[7] HemendraNath Das Gupta, 'The Indian Stage' (Calcutta: Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., reprint 1938) p. 253।

[8] উপনেন্দ্রনাথ দাস, 'শরৎসরোজিনী' প্রকাশ কাল ১৮৭৪ ,কলকাতা পশ্চিম বঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি ১৯৯৩।

[9] নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় ইতিহাস জাতিয়তাবাদ সমাজ জীবন' (কলকাতা সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৮) পৃষ্ঠা ২২৭।

[10] রক্ষিত' ,বাংলা থিয়েটার ,'পৃষ্ঠা ১৬।

[11] মৈত্র' ,রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী ,'পৃষ্ঠা৩৯।

[12] দর্শন চৌধুরী' ,বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস) ' কলকাতা প্যাপিরাস ,১৯৯৫ (পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০।

[13] বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়', পৃষ্ঠা ২০৩।

[14] ভট্টাচার্য' ,বাঙ্গলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব', পৃষ্ঠা৫।

[15] রক্ষিত' ,বাংলাথিয়েটার ,'পৃষ্ঠা১৯।

[16] মৈত্র' ,রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী ,'পৃষ্ঠা৮৭।

[17] অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়' ,গিরিশচন্দ্র) 'কলকাতা দেজ' পাবলিশিং , ১৯২৭ (পৃষ্ঠা১৯৮)।

[18] গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ‘ হারানিধি) ’প্রকাশ কাল ১৮৮৯ ,(দ্রষ্টব্য ‘গিরিশ রচনাবলী’ ,প্রথম খন্ড, রথীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদভট্টাচার্য ,সম্প.) ,কলকাতা সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯ (পৃষ্ঠা ২০৯-২৭০)।

[19] মনোমোহন গোস্বামী, ‘পৃথ্বীরাজ’ (কলকাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ডসন্স, (১৩৩০বঙ্গাব্দ)।

[20] মৈত্র ‘রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী’(পৃষ্ঠা ৩১৪)।

[21] রক্ষিত থিয়েটার, (পৃষ্ঠা২৯)।